চোখ ধাঁধানো উদ্ভাবন

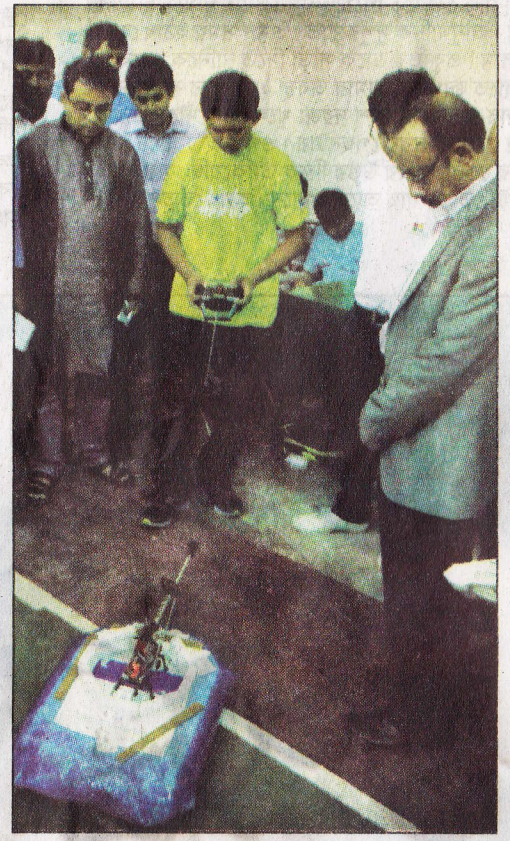

মেলার সেরা প্রজেক্ট বিবেচিত হয় এই রিমোট কন্ট্রোল হোভার ক্র্যাফট

আসাদুজ্জামান

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে বিএফএফ, সমকাল ও স্কলাস্টিকার আয়োজনে মহানগরের ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে প্রায় দেড়শ' প্রকল্প নিয়ে এক মিলনমেলার আসর বসেছিল উত্তরার স্কলাস্টিকা স্কুলে। বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার বহুমাত্রিক উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে একাত্ম করে বিজ্ঞানের এ ক্ষুদে রাজরা। তাদের এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে–

রিমোট কন্ট্রোল হোভার ক্র্যাফট

চো সান ডো, হিসাম আহমেদ, ইয়ামান কারিম, সাকিব ইসলাম, মাসিয়াত ইসলাম– স্কলাস্টিকা স্কুলের এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা যে কোনো স্থানে অবতরণযোগ্য হেলিকপ্টার বা হোভার ক্র্যাফট তৈরি করেছে। এতে তারা কপ্টারের পাখা হতে নির্গত বাতাসকে অবতরণে ব্যবহার করে। মোটা পলিথিন ব্যবহার করে তারা দেখিয়েছে কীভাবে একটা কপ্টার হেলিপ্যাড ছাড়াই পানি, অসমতল ও কর্দমাক্ত স্থানে অবতরণ করতে সক্ষম। মেলায় তাদের এই প্রজেক্টটি প্রথম স্থান অধিকার করে।

সোলার পাওয়ার কার

উত্তরা হাই স্কুলের নুর-ই-আল মিয়াদ, আনান, মাহি– এই ডানপিটে ক্ষুদ্র কারিগররা নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি দিয়ে চালিত বাহন তৈরি করেছে। পরিবেশ দূষণ রোধ, জ্বালানি খরচ হ্রাস, খনিজসম্পদ সাশ্রয়ের বিষয় বিবেচনায় রেখে তারা সূর্য-থেকে প্রাপ্ত শক্তি গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে, যা সব দিক থেকেই আমাদের জন্য ভালো। প্রতিযোগিতায় সোলার পাওয়ার কার অর্জন করে দ্বিতীয় স্থান।

এক্সটেনশন অব পদ্মা ব্রিজ ফর পাওয়ার জেনারেশন

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মেহনাজ ও রাইসা চৌধুরীর প্রজেক্টটি ছিল একদম সমসাময়িক বিষয়কে কেন্দ্র করে। বর্তমান সময়ের আলোচিত একটি বিষয় পদ্মা সেতু। এই পদ্মা সেতুকে বর্ধিত করে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কীভাবে দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় কাজে লাগতে পারে তা এই সুন্দর প্রকল্পের মধ্যে দেখানো হয়েছে। প্রতিযোগিতায় এই প্রকল্পটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ব্যাক টু ন্যাচার মেডিকেল প্লান্ট

দ্বিতীয় স্থানে ছিল উত্তরা হাই স্কুলের সোলার পাওয়ার কার

গ্রিন লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা ক্রমবর্ধমান বৃক্ষ সংখ্যা হ্রাস, ভেষজ বৃক্ষ বিলুপ্তি বিষয়গুলোর সামনে রেখে তাদের প্রজেক্ট উপস্থাপন করেছে। তারা দেখিয়েছে কীভাবে স্বল্প পরিসরে ভেষজ উদ্ভিদ রোপণ, লালন করা যায় এবং তা হতে কী পাওয়া সম্ভব।

কম্প্রেসর ও মিনি রেফ্রিজারেটর

স্বল্প দামে কীভাবে রেফ্রিজারেটর তৈরি করা সম্ভব তা দেখিয়েছে খিলগাঁও হাইস্কুলের বন্ধুরা। কম বিদ্যুৎ খরচ, সহজে বহনযোগ্যতা এই ফ্রিজের বাড়তি গুণ। ভালো কথা, এই ফ্রিজের বিদ্যুৎ লিক করে বাইরে যায় না বিধায় এটি বৈদ্যুতিক শকমুক্ত। এ ছাড়া তারা কম মূল্যে আধুনিক কম্প্রেসর তৈরি করেছে।

সেফ আওয়ার রেলওয়ে স্টেশন

রেলপথে দুর্ঘটনা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর প্রধান কারণ আমাদের অরক্ষিত রেলক্রসিং। কীভাবে স্বয়ংক্রিয় পন্থা অবলম্বন করে এই সমস্যা হ্রাস করা যায় তা দেখিয়েছে উত্তরা হাই স্কুল ও কলেজের আরেকটি বিজ্ঞানী দল।

স্পাই রোবট

মোহাম্মদপুর মডেল স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র আবদুল্লাহ আল জীবন ও তার বন্ধুরা মিলে তৈরি করেছে এই রোবটটি। আট ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি আয়তনের এই রোবটটি বাংলাদেশে তৈরি সবচেয়ে ছোট রোবট। এতে রয়েছে, ৫টি স্পেশাল স্পাই ক্যামেরা। আগুন ও পানি দ্বারা ক্ষতিমুক্ত হওয়ায় এটি যে কোনো বিরূপ পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য।

তৃতীয় হয় এক্সটেনশন অব পদ্মা ব্রিজ ফর পাওয়ার জেনারেশন